

২১৫টি বইয়ের নাম যা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় বারবার আসে.....

- ১। পুতুল নাচের ইতিকথা- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২। জোছনা ও জননীর গল্প- হুমায়ুন আহমেদ
- ৩। পথের পাঁচালি- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৪। লোটা কঞ্চল- সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- ৫। পদ্মা নদীর মাঝি- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৬। একাত্তরের দিনগুলি- জাহানারা ইমাম
- ৭। দিবারাত্রির কাব্য- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৮। কবি- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ৯। আরন্যক- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ১০। চরিত্রহীন – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ১১। লালশালু- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
- ১২। অপরাজিত – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ১৩। শ্রীকান্ত -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ১৪। চোখের বালি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ১৫। গণদেবতা – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- ১৬। আলালের ঘরের দুলাল- প্যারিচাঁদ মিত্র
- ১৭। হুতোম পেঁচার নকশা- কালী প্রসন্ন সিংহ
- ১৮। দৃষ্টিপ্রদীপ – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- ১৯। সূর্যদীঘল বাড়ি- আবু ইসহাক
- ২০। নিষিদ্ধ লোবান- সৈয়দ শামসুল হক
- ২১। জননী- শওকত ওসমান
- ২২। খোয়াবনামা – আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- ২৩। হাজার বছর ধরে- জহির রায়হান
- ২৪। তেঁইশ নম্বর তৈলচিত্র – আলাউদ্দিন আল আজাদ
- ২৫। চিলেকোঠার সেপাই- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- ২৬। সারেং বউ- শহীদুল্লাহ কায়সার
- ২৭। আরোগ্য নিকেতন- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২৮। প্রদোষে প্রাকৃতজন – শওকত আলী
- ২৯। খেলেরাম খেলে যা- সৈয়দ শামসুল হক
- ৩০। রাইফেল রোটি আওরাত- আনোয়ার পাশা
- ৩১। গঙ্গা- সমরেশ বসু
- ৩২। শঙ্খনীল কারাগার- হুমায়ুন আহমেদ
- ৩৩। নন্দিত নরকে- হুমায়ুন আহমেদ
- ৩৪। দীপু নাম্বার টু- মুহম্মদ জাফর ইকবাল
- ৩৫। মা- আনিসুল হক
- ৩৬। আট কুঠরি নয় দরজা- সমরেশ মজুমদার
- ৩৭। কড়ি দিয়ে কিনলাম- বিমল মিত্র
- ৩৮। মধ্যাহ্ন- হুমায়ুন আহমেদ।
- ৩৯। উত্তরাধিকার- সমরেশ মজুমদার
- ৪০। কালবেলা- সমরেশ মজুমদার

- ৪১। কৃষ্ণকান্তের উইল- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ৪২। সাতকাহন- সমরেশ মজুমদার
- ৪৩। গর্ভধারিণী – সমরেশ মজুমদার
- ৪৪। পূর্ব-পশ্চিম- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- ৪৫। প্রথম আলো- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- ৪৬। চৌরঙ্গী – শঙ্কর
- ৪৭। নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি – শঙ্কর
- ৪৮। দূরবীন – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- ৪৯। শুন বরনারী- সুবোধ ঘোষ।
- ৫০। পার্থিব- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- ৫১। সেই সময়- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- ৫২। মানবজমিন – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
- ৫৩। তিথিডোর – বুদ্ধদেব বসু
- ৫৪। পাক সার জমিন সাদ বাদ- হুমায়ুন আজাদ
- ৫৫। ক্রীতদাসের হাসি- শওকত ওসমান
- ৫৬। শাপমোচন – ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
- ৫৭। মাধুকরী- বুদ্ধদেব গুহ
- ৫৮। দেশে বিদেশে- মুজতবা আলী
- ৫৯। আরেক ফাল্গুন – জহির রায়হান
- ৬০। কাশবনের কন্যা- শামসুদ্দিন আবুল কালাম
- ৬১। বরফ গলা নদী- জহির রায়হান
- ৬২। গান্ধী বৃত্তান্ত- আহমদ ছফা
- ৬৩। বিষবৃক্ষ – বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়
- ৬৪। দৃষ্টিপাত- যাযাবর
- ৬৫। তিতাস একটি নদীর নাম- অদৈত মল্লবর্মণ
- ৬৬। কাঁদো নদী কাঁদো- সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
- ৬৭। শিবরাম গল্পসমগ্র
- ৬৮। জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা – শহীদুল জহির
- ৬৯। আনন্দমঠ – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ৭০। নিশি কুটুম্ব- মনোজ বসু।
- ৭১। একাত্তরের যীশু- শাহরিয়ার কবির
- ৭২। প্রজাপতি – সমরেশ বসু
- ৭৩। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে – অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
- ৭৪। মাধুকরী – বুদ্ধদেব গুহ
- ৭৫। ছুর কেবলা- আবুল মনসুর আহমেদ
- ৭৬। ওঙ্কার- আহমদ ছফা
- ৭৭। আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর- আবুল মনসুর আহমদ
- ৭৮। কত অজানারে- শঙ্কর
- ৭৯। ভোলগা থেকে গঙ্গা- রাহুল সাংকৃত্যায়ন
- ৮০। টেনিদা- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
- ৮১। বিষাদ সিন্ধু- মীর মোশাররফ হোসেন।

৮২। বিবর- সমরেশ বসু
 ৮৩। তারাশঙ্করের সব গল্প
 ৮৪। বুদ্ধদেব বসুর সব গল্প
 ৮৫। বনফুলের সব গল্প
 ৮৬। পরশুরামের সব গল্প
 ৮৭। কবর- মুনীর চৌধুরী
 ৮৮। কোথাও কেউ নেই- হুমায়ুন আহমেদ
 ৮৯। হিমু অমনিবাস – হুমায়ুন আহমেদ
 ৯০। মিসির আলী অমনিবাস- হুমায়ুন আহমেদ
 ৯১। আমার বন্ধু রাশেদ- মুহম্মদ জাফর ইকবাল
 ৯২। অসমাপ্ত আত্মজীবনী – জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
 ৯৩। শঙকু সমগ্র- সত্যজিৎ রায়
 ৯৪। মাসুদ রানা- কাজী আনোয়ার হোসেন।
 ৯৫। ফেলুদা সমগ্র- সত্যজিৎ রায়
 ৯৬। তিন গোয়েন্দা- সেবা প্রকাশনী
 ৯৭। কিরীটি সমগ্র- নীহাররঞ্জন গুপ্ত
 ৯৮। কমলাকান্তের দপ্তর- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 ৯৯। পথের দাবি- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 ১০০। গোরা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 ১০১। শবনম- মুজতবা আলী
 ১০২। নৌকাডুবি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 ১০৩। আদর্শ হিন্দু হোটেল- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
 ১০৪। বহুব্রীহি – হুমায়ুন আহমেদ
 ১০৫। দেবদাস – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 ১০৬। মধ্যাহ্ন- হুমায়ুন আহমেদ
 ১০৭। বাদশাহ নামদার- হুমায়ুন আহমেদ
 ১০৮। বিজ্ঞানী সফদর আলীর মহা মহা আবিষ্কার- মুহম্মদ জাফর ইকবাল
 ১০৯। হাসুলিবাকের উপকথা – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
 ১১০। গল্পগুচ্ছ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 ১১১। শেষ নমস্কার- সন্তোষ কুমার ঘোষ
 ১১২। হাঙ্গর নদী গ্রেনেড- সেলিনা হোসেন
 ১১৩। আবু ইব্রাহিমের মৃত্যু- শহীদুল জহির
 ১১৪। সাহেব বিবি গোলাম- বিমল মিত্র
 ১১৫। আগুনপাখি- হাসান আজিজুল হক
 ১১৬। কেয়া পাতার নৌকো- প্রফুল্ল রায়
 ১১৭। পুষ্প ও বিহঙ্গ পিরাণ- আহমদ ছফা
 ১১৮। আনোয়ারা- নজীবর রহমান
 ১১৯। চাপাডাঙ্গার বউ- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
 ১২০। চাঁদের অমাবস্যা – সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ
 ১২১। কপালকুণ্ডলা – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২২। প্রথম প্রতিশ্রুতি – আশাপূর্ণা দেবী
 ১২৩। মরুস্বর্গ- আবুল বাশার
 ১২৪। রাজাবলী – আবুল বাশার
 ১২৫। কালো বরফ- মাহমুদুল হক
 ১২৬। নিরাপদ তন্দ্রা- মাহমুদুল হক
 ১২৭। সোনার হরিণ নেই- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
 ১২৮। যদ্যপি আমার গুরু- আহমদ ছফা।
 ১২৯। মৃত্যুক্ষুধা- কাজী নজরুল ইসলাম
 ১৩০। প্রদোষে প্রাকৃতজন – শওকত আলী।
 ১৩১। শেষের কবিতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
 ১৩২। লৌহকপাট -জরাসন্ধ(চারুচন্দ্র চক্রবর্তী)
 ১৩৩। অন্তলীনা- নারায়ণ সান্যাল।
 ১৩৫। হাজার চুরাশির মা- মহাশ্বেতা দেবী
 ১৩৬। যাও পাখি -শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
 ১৩৭। তবুও একদিন- সুমন্ত আসলাম।
 ১৩৮। অন্তর্জলী যাত্রা- কমলকুমার মজুমদার
 ১৩৯। ব্যোমকেশ সমগ্র- শরদ্দিন্দু
 ১৪০। অন্য দিন- হুমায়ুন আহমেদ
 ১৪১। কালপুরুষ- সমরেশ মজুমদার
 ১৪২। মেমসাহেব – নিমাই ভট্টাচার্য
 ১৪৩। বিন্দুর ছেলে- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
 ১৪৪। নামগন্ধ – মলয় রায় চৌধুরী
 ১৪৫। মতিচূর – বেগম রোকেয়া
 ১৪৬। সুলতানার স্বপ্ন- বেগম রোকেয়া
 ১৪৭। চাঁদের পাহাড়- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
 ১৪৮। অপূর সংসার- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৯।
 কারুবাসনা – জীবনানন্দ দাশ
 ১৫০। বেনের মেয়ে- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
 ১৫১। আবদুল্লাহ – কাজী ইমদাদুল হক
 ১৫২। সূর্যলতা- আশাপূর্ণা দেবী
 ১৫৩। টোঁড়াই চরিত মানস- সতিনাথ ভাদুরী
 ১৫৪। উপনিবেশ – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
 ১৫৫। সাহেব বিবি গোলাম- বিমল মিত্র
 ১৫৬। পদ্মার পলিদ্বীপ – আবু ইসহাক
 ১৫৭। নারী- হুমায়ুন আজাদ
 ১৫৮। বিত্ত বাসনা- শংকর
 ১৫৯। সংশপ্তক- শহিদুল্লাহ কায়সার
 ১৬০। জীবন আমার বোন- মাহমুদুল হক
 ১৬১। ক্রাচের কর্নেল- শাহাদুজ্জামান
 ১৬২। ১৯৭১- হুমায়ুন আহমেদ
 ১৬৩। দেয়াল- হুমায়ুন আহমেদ
 ১৬৪। পরিনীতা- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৬৫। উত্তম পুরুষ-রশীদ করীম
১৬৬। ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা- শিবরাম চক্রবর্তী
১৬৭। শতকিয়া-সুবোধ ঘোষ
১৬৮। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত- দেবেশ রায়
১৬৯। নীল দংশন – সৈয়দ শামসুল হক
১৭০। কুকুর সম্পর্কে দু একটি কথা যা আমি জানি-
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
১৭১। অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী- আহমদ ছফা
১৭২। ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল – হুমায়ুন আজাদ
১৭৩। শুভব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার,
রাজনীতিবিদগণ-হুমায়ুন আজাদ
১৭৪। ১০,০০০, এবং আরো একটি ধর্ষণ – হুমায়ুন আজাদ
১৭৫। নভেরা- হাসনাত আবদুল হাই
১৭৬। দুচাকার দুনিয়া- বিমল মুখার্জী
১৭৭। চাকা- সেলিম আল দীন
১৭৮। হার্বাট- নবারুণ ভট্টাচার্য
১৭৯। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে- অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮০। ন হন্যতে – মৈত্রেয়ী দেবী।
১৮১। কেরী সাহেবের মুন্সী- প্রমথনাথ বিশী
১৮২। আগুনপাখি- হাসান আজিজুল হক
১৮৩। পঞ্চম পুরুষ- বাণি বসু
১৮৫। অলীক মানুষ- সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ
১৮৬। আমি বীরাজনা বলছি- নীলিমা ইব্রাহিম
১৮৭। পুত্র পিতাকে – চানক্য সেন
১৮৮। দোজখনামা- রবি শংকর বল
১৮৮। মাতাল হাওয়া- হুমায়ুন আহমেদ
১৮৯। বিষাদবৃক্ষ – মিহিরসেন গুপ্ত
১৯০। অলৌকিক নয়,লৌকিক – প্রবীর ঘোষ
১৯১। সৃষ্টি রহস্য – আরজ আলী মাতুব্বর।
১৯২। ফালি ফালি ক'রে কাটা চাঁদ – হুমায়ুন আজাদ
১৯৩। নিমন্ত্রণ – তসলিমা নাসরিন
১৯৪। বসুধারা- তিলোত্তমা মজুমদার
১৯৫। উপকণ্ঠ – গজেন্দ্র কুমার মিত্র
১৯৬। অসাধু সিদ্ধার্থ- জগদীশ গুপ্ত
১৯৭। কুহেলিকা- কাজী নজরুল ইসলাম
১৯৮। সৃষ্টি ও বিজ্ঞান – পূরবী বসু
১৯৯। ঈশ্বরের বাগান- অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
২০০। আয়না- আবুল মনসুর আহমদ
২০১। ক্রান্তিকাল- প্রফুল্ল রায়
২০২। কেয়া পাতার নৌকা- প্রফুল্ল রায়
২০৩। গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে – মাহবুব আলম
২০৪। একাত্তরের ডায়েরী- বেগম সুফিয়া কামাল

২০৫। রাজাকারের মন (১ম ও ২য় খন্ড) – মুনতাসীর মামুন
২০৬। ভিনকোয়েস্ট জেনারেল – মুনতাসীর মামুন
২০৭। যাপিত জীবন – সেলিনা হোসেন
২০৮। খেলারাম খেলে যা-সৈয়দ শামসুল হক
২০৯। সোনালী হরিণ নেই- আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
২১০। চতুষ্পাঠী- স্বপ্নময় চক্রবর্তী।
২১১। কালকূট – সতীনাথ ভাদুড়ী।
২১২। অরণ্যের দিনরাত্রি – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
২১৩। দেবী – হুমায়ুন আহমেদ
২১৪। ন হন্যতে- মৈত্রেয়ী দেবী
২১৫। ঢোঁড়াই চরিতমানস- সতীনাথ ভাদুড়ী